যুগান্তর

তারিখ 2-8 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ছাত্র রাজনীতি 'না' এবং বিশেষজ্ঞ রাজনীতিবিদ

ছাত্র রাজনীতি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' শীর্ষক ২৭ আগস্ট দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত লেখার জন্য মিজানুর রহমান খান ও পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন লেখক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, রাজনীতিবিদ পক্ষে-বিপক্ষে অনেক লেখালেখি করছেন ইদানীং যা ছাত্র রাজনীতিকে দেশের অন্যতম আলোচনার বিষয় করে তুলেছে। এটা একটি ভাল লক্ষণ। ছাত্র রাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত যে ক'টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সবক'টি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। এর মধ্যে যারা বর্তমান ছাত্র রাজনীতিকে বহাল রেখে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দলীয় লেজুড়বৃত্তিহীন রাজনীতি রাখার পক্ষে লিখেছেন তাদের মধ্যে রাশেদ খান মেনন, বদরউদ্দিন উমর, নির্মল সেনের লেখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের যুক্তির সহজ-সরল বক্তব্য ছাত্রদের ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল অবদান এবং সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি মুক্ত করে এবং তাদেরকে জাতীয় রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার না করে ছাত্র রাজনীতির সুফল পাওয়া যাবে– ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান ফিরে আসবে। আবার অধিকাংশ লেখক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে লিখেছেন যাদের মধ্যে অন্যতম দুটি লেখা শাহ ইফতেখার আহমদ ও মিজানুর রহমান খান লিখেছেন যুগান্তরে। মিজানুর রহমান খানের লেখাটি ছাত্র রাজনীতি বহাল রাখার বিপক্ষে মানসম্পন্ন লেখা বলা চলে। যেহেতু তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্র রাজনীতি নিয়ে তথ্য ও তত্ত্ব জোগাড় করে এভাবে লিখছেন, 'ইস্যুভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন বা প্রতিবাদের ঘটনা হার্ভার্ড ও অক্সফোর্ডের মতো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ঘটেছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি স্কুলগুলোতে রিপাবলিকান, ডেমোক্রেট ও লেবার, কনজারভেটিভ দলের সংগঠিত সমর্থক গ্রুপ রয়েছে। তারা প্রাথমিকভাবে এবং মুখ্যত শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়-আশয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে থাকে। রাজনীতিকরা যখন ক্যাম্পাসে যান তখন তারা এ ধরনের বিষয় নিয়েই কথা বলেন। ছাত্র আন্দোলনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে এটা নিশ্চিত করে বলা চলে ছাত্র রাজনীতির নামের যে পরিভাষা এবং তার যে রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা তেমনটি বিশ্বের আর কোথাও নেই। অন্য কোন দেশের রাজনীতিকরাই নিজের দায়িত্ব পালন না করে ছাত্রদের ব্যবহার করার অনৈতিক কথা মুখেও আনছেন না।

প্রশ্ন রাখা হচ্ছে, ছাত্র রাজনীতি রেখে লাভ কি? বলা হচ্ছে, রাজনীতিকরা তাদের দায়িত্ব ছাত্র দিয়ে করিয়ে অনৈতিক কাজ করছেন। যার সত্যতা একশ' ভাগ সত্য। ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৯০% ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে, তাদের অভিভাবকের শতকরা ১০০% মত দেবেন যে, তারা তাদের সন্তানকে লেখাপড়ার জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন কোন রাজনীতি করার জন্য নয়। সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণের পর বর্তমান ছাত্র রাজনীতিকে যদি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত আমরা নিতে চাই তাহলে কিভাবে তা বন্ধ করা সম্ভব, কি নিয়মে বা কোন পদ্ধতিতে তা বন্ধ করা সম্ভব এ নিয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট পলিসি বা পদ্ধতি ঘোষণা করতে হবে। কারণ আইন করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যাবে না। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকে যে কোন ধরনের রাজনীতি করার সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে। আমাদের সংবিধানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, দল বা সংগঠন করার স্বাধীনতা রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের সবকিছুতে কম বেশি পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। কিন্তু আমাদের দেশের গতানুগতিক রাজনীতির কোন পরিবর্তন হয়নি– পরিবর্তনের কোন চিন্তাও আছে বলে মনে হয় না। ভোট নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া আর ক্ষমতা থেকে ছলেবলে অপসারণই যেন রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার আগে থেকে আজ পর্যন্ত যে রাজনীতি আমাদেরকে হরতাল, অবরোধ, ভাংচুর, গলাবাজি, মাঠগরম করতে বাধ্য করেছে আজ পর্যন্ত তার কোন পরিবর্তন নেই। আজও দিনের পর দিন হরতাল, অবরোধ, ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও আত্মহত্যার শামিল বলে মনে হয়। স্বাধীনতার আগে আমরা যে কারণে হরতাল, অবরোধের রাজনীতি করেছি আজও কি তা একই থাকবে– এর উত্তর কে দেবে?

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। সৃষ্টিশীল অনেক উন্নয়নও হয়েছে। কিন্তু যে রাজনীতি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করে তার কোন মৌলিক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন আজ পর্যন্ত হয়নি। স্বাধীনতার পর দেশের কোটি কোটি টাকা এনজিওরা ঋণ দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে সচেষ্ট, প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকের ঘরে মোবাইল ফোন, গ্রামেগঞ্জে কম্পিউটার ইন্টারনেট সংযোজন, থানায় থানায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও কৃষিবিদ, উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশাজীবী এসবই একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষণ। রাজনীতি যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে বলা চলে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, কালো টাকা, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী স্বার্থের হাতিয়ার হিসাবে এখন রাজনীতিকে অনেক মহল জনসেবা হিসাবে না দেখে বিজনেস প্লাটফরম বলতে বাধ্য হচ্ছে।

ডা. মখলিছউর রহমান, সুবিদবাজার, সিলেট